কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

শিক্ষা খাতে ঢাকার দুই সিটি এলাকায় বৈষম্য বাড়ছে

শরীফুল আলম সুমন ▷

ঢাকা বলতে একসময় পুরান ঢাকাকেই বোঝাত। সেখানে ছিল নামিদামি স্কুল-কলেজও। সুপ্রশস্ত মাঠ, খোলা জায়গা, বড় ক্লাসরুমসহ বিভিন্ন সুবিধা থাকার পরও ঐতিহ্য হারাচ্ছে এসব খ্যাতিমান স্কুল। ফলে অভিভাবকদের পুরান ঢাকায় থেকেও বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন দৌড়াতে হচ্ছে নতুন ঢাকায়। এক অঞ্চলের শিক্ষার্থী অন্য অঞ্চলে যাওয়ায় বাড়ছে যানজটও। ঢাকা সিটি করপোরেশন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় দুই সিটি এলাকার শিক্ষা খাতে দিন দিন বৈষম্য বাড়ছে। উত্তরে নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ছে আর দক্ষিণে কমছে।

আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে রাজধানীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি আবেদন শুরু হবে। চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকেই বেসরকারি নামিদামি স্কুলগুলোও তাদের ফরম বিতরণ শুরু করবে। ভর্তির দিনক্ষণ জানার সঙ্গে সঙ্গেই অভিভাবকদের বুকেও কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। সন্তান একটি ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে কি না, তা নিয়েই এখন তাঁদের চিন্তা। নামিদামি স্কুল রাজধানীর যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, সেখানে যেতে কোনো সমস্যা নেই। অনেক অভিভাবকই পুরান ঢাকায় বসবাস করেও শিশুদের নিয়ে আসবেন নতুন ঢাকায়। শুধু স্কুলই নয়, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দুই সিটি করপোরেশনে সমতা নেই। এক এলাকার শিক্ষার্থীদের অন্য এলাকায় দৌড়াতে দৌড়াতেই রাজধানীতে যানজট বাড়ছে।

গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতিটি শিশুকে তাদের এলাকার স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'শিশুরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানকার স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার।' এরপর নিজ নিজ এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এতেও পুরান ঢাকার অভিভাবকদের নতুন ঢাকায় আসার প্রবণতা কমেনি।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, 'আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও বেশির ভাগই মানসম্মত নয়। ফলে নামিদামি স্কুলগুলো যেখানেই থাক না কেন, অভিভাবকরা সেখানেই ছুটছেন। আমাদের এখন অঞ্চলভিত্তিক কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান বাড়াতে হবে। তাহলে অভিভাবকরা তাঁর এলাকার স্কুলেই সন্তানদের ভর্তি করাবেন। রাজধানীতে কয়েক শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোতে বড় খেলার মাঠ রয়েছে, ভবনও আধুনিক। এর পরও অভিভাবকরা কেন সেখানে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করান না, তা খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। বিশেষ করে আগে যেসব নামিদামি পুরনো স্কুল ছিল, সেগুলোর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকাভিত্তিক ৪০ শতাংশ কোটা চালু করার উদ্যোগটি অবশ্যই ভালো; কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান পুরোপুরি হবে না। এলাকাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করতে না পারলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দৌড়াদৌড়ি থামবে না।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের এলাকাভিত্তিক মানসম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য সরকারকে কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। ভালো শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্যানেল করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক কিছু স্কুল চিহ্নিত করতে হবে, সেখানে এই প্যানেলের শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এ ছাড়া স্কুলগুলোকে শিক্ষক বিনিময়ও করতে হবে। আমাদের একটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল বোর্ড করারও প্রয়োজনীতা দেখা দিয়েছে। সেটা অবশ্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের দিয়েই পরিচালনা করতে হবে। এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে

এক অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অন্য অঞ্চলে যাওয়ায় বাড়ছে যানজট

■

প্রয়োজন এলাকাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

অভিভাবকরাও আকৃষ্ট হয়ে নিজ এলাকায়ই তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করাবেন।'

জানা যায়, ঢাকা মহানগরে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ৩৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২১০টি কলেজ রয়েছে। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি দুই হাজার ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে কম নয়; এর পরও রাজধানীতে মানসম্পন্ন স্কুল-কলেজের ঘাটতি রয়েছে। মাত্র ৪০-৫০টি স্কুল-কলেজ অভিভাবকদের অগ্রাধিকারে রয়েছে। ফলে বছরের শুরুতেই সন্তানদের নিয়ে ভর্তিযুদ্ধে নামতে হয় তাঁদের। কাঙ্ক্ষিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে। দক্ষিণের বাসিন্দাদের যানজট ঠেলে সন্তানদের নিয়ে আসতে হয় উত্তরে।

একসময় পুরান ঢাকার খ্যাতিমান স্কুলগুলোর মধ্যে ছিল পোগোজ উচ্চ বিদ্যালয়, আহমেদ বাওয়ানী একাডেমি, আনন্দময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন, নবকুমার ইনস্টিটিউট, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সেন্ট গ্রেগরীজ উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি। এসব বিদ্যালয়ে রয়েছে প্রশস্ত মাঠ, বড় বড় ক্লাসরুমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তাদের আগের সুনাম আর নেই। সাম্প্রতিক সময়ে এসব বিদ্যালয় মেধা তালিকায় আসতে পারেনি। এমনকি এক সময়কার খ্যাতিমান স্কুল হওয়া সত্ত্বেও এখন তারা পুরো আসনই পূর্ণ করতে পারে না। দক্ষিণে অবস্থিত ঢাকা কলেজও সুনাম হারাতে বসেছে। ঢাকা দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি; তিনটি সরকারি, আটটি বেসরকারি।

বেশির ভাগ নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান উত্তর সিটি করপোরেশনে। রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রথম স্থান অধিকার করে রেখেছে। মিরপুরের মনিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাথমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। দক্ষিণে অবস্থিত রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুল, হলি ক্রস কলেজ, সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বি এ এফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন কলেজসহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অভিভাবকদের পছন্দের শীর্ষে অবস্থান করছে। ঢাকা উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় ৪০টি। এসবের মধ্যে সরকারি দুটি, বেসরকারি ৩৮টি।

ফল বিবেচনায় ঢাকা বোর্ডের সেরা ২০ স্কুলের মধ্যে ঢাকা সিটিরই ১৬-১৭টি স্কুল থাকে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের থাকে চার-পাঁচটি স্কুল। সেগুলোর বেশির ভাগই আবার উত্তর সিটি করপোরেশনের সীমানাঘেঁষা। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নটর ডেম কলেজ ও ডেমরার শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দক্ষিণের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রথম চারটির অবস্থান উত্তরের সীমানাঘেঁষা। আবার প্রথম তিনটির শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে উত্তরে। দিন দিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী বাড়ছে। অথচ নামিদামি সব ইংলিশ মিডিয়ামই উত্তর সিটি করপোরেশনে অবস্থিত।

দুই সিটি করপোরেশনের কোনোটিই শিক্ষা বিষয়ে তেমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে না। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান 'মহানগর মহিলা কলেজ' পরিচালিত হয়। শিক্ষায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের অবদান বলতে এটুকুই। তবে এ প্রতিষ্ঠান খুব ভালো করতে পারছে না। অথচ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন তাদের এলাকায় ৩০টির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ব্যয় যেমন কম, তেমনি ফলও ভালো। তাদের কোন এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম সেটা বিবেচনা করেই তারা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকার পাসের দিকে মনোযোগ দিয়েছে; কিন্তু শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেয়নি। ফলে যেসব জায়গায় টাকাওয়ালা মানুষ, সেখানেই ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একসময় নামিদামি স্কুল ছিল পুরান ঢাকায়। এরপর যায় ধানমণ্ডিতে, এখন বাড়ছে গুলশান-বনানীতে। টাকা যেখানে শিক্ষাও সেখানে যাচ্ছে। আসলে সমন্বয়ের অভাবেই এসব হচ্ছে। সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় করছে; কিন্তু শিক্ষাকে জাতীয় করছে না। এলাকাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকারকে বড় পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। সে অনুযায়ীই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।